ছাঃ বাং

আজকের কাগজ

তারিখ 02 OCT 1992
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

90

ক্যাম্পাসে হতাশা

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের ১০ দফা নিয়ে কিছুই বললেন না

নজমুল কবির শিপন : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্যে ছাত্রসমাজের প্রণীত ১০ দফার কোনো কথা ছিলো না। চার পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যে ছাত্রসমাজের ১০ দফা বাস্তবায়নের কোনো উক্তি ছিলো না। তিনি ১ ঘন্টা ১০ মিনিটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। শাহবাগ থেকে টিএসসিতে পৌঁছে অনুষ্ঠান শেষে আবার শাহবাগ দিয়ে চলে গেলেন। কড়া নিরাপত্তার কারণে কোনো ছাত্র–ছাত্রী তাকে দেখতে পারেনি।

নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে সে সময় স্বৈরাচার উৎখাতের শপথ নিয়েছিলো সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য, আন্দোলনে নিহত ছাত্রদের লাশ ছুঁয়ে। ১০ দফা সামনে নিয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছিলো সকল ছাত্র সংগঠন– তা হলো স্বৈরাচার তাড়াতে হবে। ছাত্রসমাজ যথারীতি আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালো। চোখে তাদের স্বৈরাচার হটানোর দাউ দাউ আগুন। বুকে ১০ দফার মন্ত্র। ১০ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনের মাধ্যমেই ন' বছর চেপে থাকা স্বৈর শাসনের পতন হলো।

নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান হিসেবে ছাত্রসমাজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো ১০ দফা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কি বলেন। টিএসসি মিলনায়তন থেকে বেশ দূরে অপেক্ষা করছিলো অনেক উৎসুক ছাত্রনেতা, কর্মী ও সাধারণ ছাত্র–ছাত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আগমন ও বক্তব্যের ওপর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম বলেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান যেভাবে পুলিশ, বিডিআর বেষ্টিত হয়ে ক্যাম্পাসে এলেন এটা দেখে মনে হলো এটা জনগণের সরকার প্রধান নয়। তার বক্তব্য ও আচরণের মধ্যদিয়ে স্বৈরাচারী রূপ ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, ছাত্র সমাজের ১০ দফার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ সরকারের প্রধান হিসেবে তার থেকে ছাত্রসমাজ সুস্পষ্ট বক্তব্য আশা করেছিলো। কিন্তু তিনি ছাত্রসমাজকে হতাশ করেছেন। তিনি এ অনুষ্ঠানে সাধারণ ছাত্রদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ (বা–আ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির আহবায়ক ওবায়দুর রহমান চুন্নু বলেন, আমরা আশা করেছিলাম নির্বাচিত সরকার প্রধান ১০ দফা বাস্তবায়নের ঘোষণা দেবেন। কিন্তু তিনি পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ক্যাম্পাসে এসেছেন। ১০ দফা প্রশ্নে কোনো ঘোষণা, না দিয়ে ছাত্র সমাজকেই প্রধানমন্ত্রী উপেক্ষা করলেন। যে ছাত্রসমাজের সংগ্রামের ফসল খালেদা সরকার আজ ক্ষমতায় সে ছাত্রসমাজকে উপেক্ষা করে ক্ষমতায় টিকতে পারবে না।

ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান বলেন, ছাত্রসমাজের দাবিকে উপেক্ষা করে বেগম জিয়া নিছক ক্যাম্পাসে ভৌগোলিক সীমারেখায় অবস্থান করলেও ক্যাম্পাসকে ধারণ করতে পারেননি। ছাত্রসমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তিনি ক্যাম্পাসে আসেন। ছাত্রসমাজ তার মুখ থেকে ১০ দফা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলো, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।